

চলমান

MAR. 4 2009

তারিখ	...
পৃষ্ঠা	১০

নকলের কুফল

- ১। পরীক্ষায় নকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। জাতিকে বিপর্যস্ত করে।
- ২। পরীক্ষায় নকল করা বা নকলে সহায়তা প্রদান করা খেবে বিরত থাকুন।
- ৩। নকল প্রতিরোধ করুন।
- ৪। নকল করে ডিগ্রী নিয়ে নিজকে প্রতারিত করবেন না, হতা হবেন না।
- ৫। নকল করে পাওয়া ডিগ্রী কর্মজীবনে কোন কাজে আসে না।

রীক্ষার্থীদের প্রতি :

- ১। নকল করে বহিষ্কৃত হলে শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময় ন হয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শিক্ষা জীবন ধ্বংস হওয়ার ফলে কর্মজীবন হতাশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।
- ২। পরীক্ষায় নকলকারী সমাজে ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।
- ৩। নকল করে পরীক্ষা পাসের দুর্বলতা আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে এবং এ জন্য কর্মজীবনে পদে পদে লজ্জিত ও বিব্রত হতে হয়।
- ৪। ভুয়া পরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে ছাত্র-ছাত্রী কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। এর ফলে পরবর্তীকালে চাকুরী, ব্যবসার প্রতিটি স্তরে ভয়ংকর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে।

শিক্ষকদের প্রতি :

- ১। পরিদর্শক হিসেবে নকলে সহায়তা প্রদান করলে ক) বহিষ্কৃত হতে পারেন।
খ) বেতন-ভাতাদি বন্ধ হতে পারে।
গ) চাকুরীচ্যুত হতে পারে।
- ২। এর ফলে নিজের ও পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়া আর্থিক অনটন সৃষ্টি হতে পারে। ফলে কর্মজীবন ব্যর্থ পর্যবসিত হবে।
- ৩। শিক্ষক হিসেবে নকলে সহায়তা করে অভিযুক্ত হওয়া শিক্ষক সমাজের জন্য কলংকস্বরূপ। নিজের অপকর্মের যাতে শিক্ষক সমাজের উপর না বর্তায় সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।

নকলের সহায়তা প্রদানকারীদের প্রতি :

- ১। পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করলে বা নকলে সহায়তা প্রদানে কারাদণ্ড অথবা অর্থ দণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।
- ২। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন কাগজ যে উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা হলে কারাদণ্ড অথবা দণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।

৭টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের
প্রফেসর ড. এটিএম শরীফ উল্লাহ
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা